ঝিনাইদহে শিক্ষক কর্মচারী কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারী) বিকেলে সদর উপজেলা অফিসে শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে এসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের জেলা ব্যবস্থাপক আনিসুর রহমান, সহসভাপতি আমির হোসেন, সেক্রেটারি কে এম সালেহ, কোষাধ্যক্ষ অতিন্দ্র নাথ, পরিচালক কামরুল ইসলাম ও রাইজুল ইসলাম প্রমূখ।

সভাটি পরিচালনা করেন উপজেলা ম্যানেজার হারুনুর রশীদ। সর্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার আজম খান ও জুয়েল রানা। সভায় মাসিক ঋনদান ও সদস্য অন্তরভুক্তিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ঝিনাইদহে শিক্ষক কর্মচারীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির ১২তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কাল্ব এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি আরিফ মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাল্বের ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, গ অঞ্চলের ডিরেক্টর আরিফ হাসান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, কাল্বের জেলা ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, সদর উপজেলা ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কৃপাসিন্ধু বিশ্বাস। হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাল্বের সদর উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপক ফরহাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন ক্রেডিট ইউনিয়নের সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কে এম সালেহ।
অনুষ্ঠান শেষে পুরষ্কার বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার দুই শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী অংশ গ্রহন করেন।

ভগ্নদশা মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের

শিক্ষক সঙ্কট, লাইব্রেরিয়ান নেই, হিসাবরক্ষক নেই, কর্মচারীও নেই তিন চতুর্থাংশ। নেই আর নেই এ ভগ্নদশায় চলছে জেলার মহিলা শিক্ষার একমাত্র শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। কলেজের ৬টি বিভাগে কোনও শিক্ষক নেই, বিজ্ঞান অনুষদের তিনটি বিভাগের একটিতেও নেই কোন প্রদর্শক (ডেমোনেস্ট্রটর), এছাড়া অফিস সহকারীর ১৪টি পদের মধ্যে আছেন চারজন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ থাকলেও শুন্য রয়েছে, নেই হিসাবরক্ষকও।

এতসব নেইয়ের মাঝে আরো যেটি নেই তা হলো ঠিকমত ক্লাস। ফলে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে কোনমতে সিলেবাস শেষ করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে উর্দ্ধতন মহলে চিঠি দিলেও শুন্য পদে মিলছে শিক্ষক-কর্মচারী। অতিথি শিক্ষক দিয়ে কোনমতে গণিত ক্লাস করানো হচ্ছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ৬টি বিভাগ যার মধ্যে- ব্যবস্থাপনা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, সমাজকর্ম বিভাগের কোন শিক্ষক নেই। অর্থনীতি বিভাগে অনার্স চালু রয়েছে। কিন্তু চারজন শিক্ষকের স্থলে আছেন ২ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২ জনের স্থলে আছেন ১ জন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান বিভাগে কোন প্রদর্শক নেই, প্রধান অফিস সহকারী নেই, হিসাবরক্ষক নেই, অফিস সহকারী হিসেবে ১৪টি পদের স্থলে আছে মাত্র ৪ জন। ২৯টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন ২০ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের ছাত্রী ফারমিন আক্তার পৃথি জানান, শিক্ষক সঙ্কটের কারণে কোন সপ্তাহে একদিন ক্লাস হয়, কোন সপ্তাহে হয় না। ফলে নিজগ্রাম মুজিবনগরের মোনাখালী থেকে শুধুমাত্র প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে শহরে আসতে হয়।

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী পিংকি খাতুন, জুলেখা খাতুন জানান, ঠিকমত ক্লাস না হওয়ায় ছাত্রীরাও কলেজে আসে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করা মেঘলা খাতুন জানান, বিজ্ঞান বিভাগে পড়লেও দুই বছরে কোন দিন প্রাকটিক্যাল ক্লাস পায়নি ডেমোনেষ্ট্রেটর শিক্ষক না থাকায়। দুই বছর ধেও পৌর কলেজের হান্নান স্যারের কাছে গণিত, সরওয়ার স্যারের কাছে রসায়ন আর সাহিদ স্যারের কাছে বায়োলজি পড়েছি। কারণ আমাদের কলেজে কোন শিক্ষক নেই।

জেলা নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে ‘মেহেরপুর মহিলা কলেজ’ নামে কলেজটির যাত্রা শুরু হয় প্রায় ৩ একর জমিতে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে ‘মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ’ নামকরণ হয়। পরবর্তিতে ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠানে

মুজিবনগর আম্রকাননের সমাবেশে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তিতে ২০১৩-২৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে বাংলা ও অর্থনীতি দুটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে আরো তিনটি ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি ও পৌরনীতি বিষয়ে অনার্স চালুর প্রক্রিয়া চলছে। তবে দিনের পর দিন এভাবে শিক্ষক-কর্মচারী সঙ্কটে ভুগতে থাকলে জেলায় নারী শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষকরা এ নিয়ে মুখ খুলতে না চাইলে কথা হয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে

বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক-কর্মচারী শঙ্কটে ভুগছি। কয়েকদফা চাহিদা দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কোন সদুত্তর মেলেনি। শিক্ষক-কর্মচারীর শুন্য পদ পূরন না হলে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে সভাপতির মতবিনিময়

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি (নিয়মিত) ও সদস্যদের সাথে কলেজের শিক্ষক,কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে কলেজের মিলানায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আব্দুস শুকুর ইমন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে নিয়মিত কমিটির অন্যন্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যা উৎসাহী সদস্য মোঃ নকিম উদ্দীন,শিক্ষানুরাগী সদস্য মোঃ সামসুল কামাল,শিক্ষক প্রতিনিধি সহকারি অধ্যক্ষ মোঃ রমজান আলী,সহকারি অধ্যক্ষ মোঃ সাইফুর রহমান,প্রদর্শক আছমা আক্তারসহ কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ।

দুই বছর মেয়াদী নিয়মিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আব্দুস শুকুর ইমনকে কলেজের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান শিক্ষক কর্মচারী ও অন্যান্য সদস্যরা।

জানাগেছে, আব্দুস শুকুর ইমন পরপর দু’বার কলেজের পরিচালনা পর্ষদের আহবায়ক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এবারও তিনি প্রথম বারের মত নিয়মিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আব্দুস শুকুর ইমনকে কলেজের সভাপতি হিসেবে পাওয়ায় উপস্থিত সকলেই গর্ববোধ করে বলেন, আমাদের গাংনী উপজেলায় একটি মাত্র মহিলা ডিগ্রী কলেজ।